Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

First women in the life of Arjun
অর্জুনের জীবনে প্রথম নারী

Uttam Bagdi
Assistant Teacher Bishnupur Mission High School, West Bengal , India

Abstract
This present work, is an attempt to present and discuss informations about the the first women in the life of Arjun. It is believed that this work will add to the existing literature in this context.
Key words: Women , Life of Arjun.

Article

মহাভারতের রচয়িতা হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। এটি এক বিশাল গ্রন্থ, যার আঠারোটি পর্ব। এই গ্রন্থটিতে অনেক কাহিনী অনেক আখ্যান-উপাখ্যান কথিত হয়েছে। মানুষের ব্যাক্তিগত জীবন, সমাজনীতি, রাষ্ট্রপঞ্জর, এমনকি সংগ্রাম কলা নিয়েও লেখক এতে কোথাও বিশদ কোথাও বা চুম্বককাকারে আলোচনা করেছেন। তাই একটি কথা প্রচলিত আছে-''যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে''। এই কথাটি তাৎপর্য হল এই যে মহাভারতে এত বিচিত্র এবং বিপুল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে তার অতিরিক্ত অন্য কোনো কিছু ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশেও নাই।

মহাভারতের বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে, সেই সব চরিত্রের সুখ, দুঃখ, ব্যথা,বেদনা প্রেম ঘৃণা আমাদের হাসায় কাঁদায় ভাবায়। যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মাত্মা যেমন আছেন তেমনি আছেন দুর্যোধনের মতো হীনমনা মানুষ। বিদুরের মতো সত্যনিষ্ঠ মানুষের পাশাপাশি আছেন ধৃতরাষ্ট্রের মতো ভিতরে বাহিরে অন্ধ পিতা। ভীষ্ম চরিত্র অনুপমেয় মহত্। আর শ্রীকৃষ্ণ অপরিজ্ঞেয় । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা, ঈশ্বর অবতার বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। তাইতো মহাভারতের চরিত্র গুলিকে আমরা কোনোদিন ভুলতে পারিনা। আমাদের মননে চিন্তনে চেতনাই তাই তারা ইহলৌকিক সত্তায় জেগে রয়েছে নিরন্তন। কালস্রোতে ভেসে যায়নি। একেকটি ব্যাক্তিত্ব যেন একেকটি ভাবের প্রতীক হয়ে রয়েছে। দুঃখিনী আদর্শ জননী দেখলেই কুন্তীর কথা মনে পড়ে। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বিশাল দেহী পুরুষ দেখলেই ভীমকে মনে পড়ে । সুন্দর সুগঠিত তপস্বী যুবক দাঁড়ালেই মনে অর্জুন এসে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন , সে দেবতা নয়। বেদব্যাস তাকে দশস্কন্ধ বা চর্তুভূজ ব পঞ্চানন বলে ব্যাখ্যা করেননি।

সে, যুগের রীতি অনুসারে যে ক্ষেত্রজ পুত্র। অযোনিসম্ভূত একটি কল্পনায় অস্তিত্ব নয়। সে যাদব রাজকুলের অসামান্যা কন্যা এবং কৌরব রাজবংশের বিদুষী বধূ কুন্তীর গর্ভজাত। এই অর্জুন , যে শৌর্যে বীর্যে বীরত্বে বুদ্ধিমত্তায় মহাকবিকে এবং আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে। সেকি জীবনে সুখী হতে পেরেছিল? কেনই বা মাতা কুন্তী ব্যাসদেবকে একেবারে শেষ বয়সে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল , আমার তৃতীয় পুত্র অর্জুন সারা জীবন এতো দুঃখ পেল কেন? ব্যাসদেব সেই প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন রেখেছেন । সে তার চারভাই এর সাথে হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্বতে তপস্বীদের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। হস্তিনানগরীর রাজপ্রসাদের ভাইদের সঙ্গে তের বছর কাটিয়েছে। বারণাবত জতুগৃহে মা এবং ভাইদের নিয়ে ছয়মাস অতিবাহিত করেছে। এক চক্রাপুরীতে ছয়মাস পাঁচজন মিলেমিশে দীনাতিদীনের মতো দিন যাপন করেছে। যে দ্রৌপদীকে পাবার জন্য দেশের যুবক বৃদ্ধ প্রৌঢ় সব রাজারাই উন্মাদের মতো আচরণ করেছিল। সেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় এই অর্জুনই তো নিজেকে সারা দেশের অদ্বিতীয় পুরুষ হিসাবে প্রমাণ করেছিল । তবে তার দুঃখটা কোথায়? কুন্তী যার মাতা , দ্রৌপদী যার পত্নী, তারও দুঃখ? আর শুধু দ্রৌপদীই বা কেন, তার জীবনে তো আর নারী এসেছে- উলুপী, চিত্রঙ্গদা, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, প্রমীলা।

দ্রৌপদী:- অর্জুনের জীবনে প্রথম নারীর নাম দ্রৌপদী । কিন্তু দ্রৌপদীর জীবনে প্রথম পুরুষ অর্জুন নয়। রাজা দ্রুপদের কন্যা কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী। রাজা দ্রুপদের বাসনা ছিল যেন তার কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ পান্ডুপুত্র অর্জুনের সঙ্গে হয়। কিন্তু তিনি তার এই ইচ্ছা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অর্জুনকে চেনার জন্য তিনি এমন একটি ধনুক তৈরী করিয়েছিলেন, যাতে কারো দ্বারাই গুণ পরানো সম্ভব ছিলনা। তাছাড়াও দ্রুপদ অনেক ওপরে একটি যন্ত্র লাগিয়েছিল, যেটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল, তারও অনেক ওপরে একটি লক্ষ্য রাখা ছিল বিদ্ধ করার জন্য। দ্রুপদ রাজার শর্ত ছিল যে, যে বীর এই ধনুকে ছিলা পরিয়ে ঘূর্ণমান যন্ত্রের ছিদ্র মধ্য দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই আমার কন্যাকে লাভ করবেন।

নগরের ঈশান কোণে এক সুন্দর সমতল স্থানে স্বয়ংবর সভা নির্মিত হয়েছিল। দ্রোপদীর স্বয়ংস্বরা সভায় তাকে লাভ করার জন্যে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের রাজা সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত তরুন বৃদ্ধ সবাই ছিল। কারণ তারা সবাই জেনে ছিলেন তরুণী - রূপে, ব্যাক্তিত্বে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, প্রজ্ঞায় বিদগ্ধতায় নাকি অসামান্যা। ক্রোশ খানেক দূর থেকেও নাকি তার গায়ের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। কবি এ কথাটা বাড়াবাড়ি করে বললেও, তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে একটা মিষ্টি গন্ধ ছিল সে সততা প্রমাণিত হয়েছে একাধিক ব্যাক্তির উক্তিতে। এ হেন রাজকুমারীর স্বয়ংস্বরা সভায় কি কেউনা যায়? কিন্তু পান্ডবদের এ রকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কঠিন জীবন সংগ্রামে তখন তারা ক্ষত বিক্ষত। একে অজ্ঞাতবাস। ছদ্মবেশে না খেতে পেয়ে না ঘুমিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো, তাও আবার প্রতিপদে বিপদের পর বিপদ। এ অবস্থায় সংগ্রামরত তপস্বী পান্ডবদের এবং তাদের নিষ্ঠাবতী, দুঃখিনী জননীর মনে এরকম অভিলাষই আসতে পারে না। সেই স্বয়ংস্বরা সভায় উপস্থিত হবার নির্দেশ এল বেদব্যাসের কাছ থেকে। রাজা বা রাজকুমারের পদ মর্যাদা থেকে তো তখন তারা বঞ্চিত। তাদের কাছে দ্রুপদের কোনো নিমন্ত্রণ পত্র আসারও কথা নয়। ব্যাসদেব বুঝেছিলেন পঞ্চপান্ডবকে ঐক্যবদ্ধ না রাখলে কৌরবরা অপরাজেয় থেকে যাবে এবং হস্তিনা রাজ্যে প্রজা পীড়ণ অসহনীয় হয়ে উঠবে। তিনিই বুঝেছিলেন, ঐ রমণীটিই পাঁচ ভাইকে বেঁধে রাখতে পারবে এবং পান্ডবদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হবে।

তখনকার দিনে নারী জাতিকে রূপ ও গুণানুসারে চার ভাগ করা হত। চারভাগ হল : ১) পদ্মিনী ২) শঙ্খিনী ৩) চিত্রানী ৪) হস্তিনী, দ্রোপদীকে পদ্মিনীর পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। পদ্মিনী নারী দেখতে কেমন? তাঁর চারুযুগ্ম উরুযেন রামরম্ভা তরু। তার উদর সুকৃশ। নিতম্ব যুগল সুগঠিত। কুন্দকলি দন্তপাতি। গুল্কা অনুচ্চ। উরুযুগল সরল ও সংহত। তার স্তন নিতম্ব নাসিকা ও মন উন্নত। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামল। কেশরাশি গভীর কৃষ্ণবর্ণ। কণ্ঠস্বর গভীর এবং মিষ্টি। শরীরের সৌরভ সুগন্ধ ফুলের মতো। ভার্যা হিসেবে সে প্রিয়বাদিনী ও পতিব্রতা। সেই পদ্মিনী দ্রৌপদীর জন্যে সমবেত পরিক্ষার্থীরা মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থ মনোরথ সবাই। শেষে শীর্ণকায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন যখন সেই লক্ষ্যভেদ করে সকলকে অবাক করেছিল, তখন দ্রৌপদী কি সত্যিই অর্জুনকে চিনতে পেরেছিল? অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদীর যে ভাবাবেশ হয়েছিল কবি তা ব্যাখ্যা করেছেন বড় সুন্দর ভেবে।

বলেছেন -

''বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ কৃষ্ণা
পার্থঞ্চ শত্রু প্রতিমং নিরীক্ষ্য।।
স্বভ্যস্ত রূপামি নরেব নিত্যং
বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা।।
মদাদৃতেহপি স্খলতীপ ভাবৈঃ
বাচা বিনা ব্যহরতীব দৃষ্ট্যা।।''

লক্ষ্যভেদ নিরীক্ষণ করে কৃষ্ণা যেন না হেসেও হাসছে । এতে তার রুচি ও আভিজাত্যবোধের পরিচয় মেলে। বিনা মত্ততায় সে যেন ভাবাবেশ স্খলিত হতে লাগল। তার অসীম আনন্দ হয়েছে। দ্রৌপদীর এই অবস্থায় বর্ণনা পড়ে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সে অর্জুনকে চিনেছিল । কিন্তু তখন তো জানতো না যে অচিরেই তাকে পঞ্চবল্লভা করে দেওয়া হবে। যে যদি অর্জুনের প্রেমে পড়তো তাহলে কি সে কুন্তী বা মহর্ষি নারদের ওই রকম একটা আদেশ মেনে নিতে পারতো? বরং একথা তার মনের গভীরে অর্জুনের প্রতিও একটি সূক্ষ অনুভবের প্রবাহ বইতো নিরন্তর। কাজেই দ্রৌপদী যে কাকে বেশী ভালোবেসেছিল সে কথা মহাকবি নিজেই বুঝে উঠতে পারেননি। যুধিষ্ঠির যখন সম্রাটের সিংহাসনের অধিষ্ঠিত হয়েছে তখন দ্রৌপদীই সম্রাজ্ঞীর আসন অলংকৃত করেছে। অর্জুন তাকে পেলই বা কখন ? কাজেই যুধিষ্ঠির হচ্ছে দ্রৌপদীর জীবনে প্রথম পুরুষ। অর্জুন বনবাস মেনে না নিলে তার অধিকার কার আসতো তৃতীয় বৎসরে যে কারণে অর্জুন বারো বছরের বনবাস শাস্তি মেনে নিল। সেটা একটা বলিষ্ঠ কারণ হতে পরেনা। সর্ত ছিল যদি একজনের সাথে দ্রৌপদী সহবাস বা শৃঙ্গার বা অভিসার কালে অন্য কোনো ভাই সেখানে গিয়ে পড়ে এবং সে দৃশ্য দেখে ফেলে তবে তাকে বারো বছর বনবাস ভোগ করতে হবে। অর্জুন এক বৃহত্তর দায়িত্ব এবং মহত্তর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনিবার্য ভাবে অস্ত্রাগারে গিয়েছিল। এতে অর্জুনের প্রতি আমাদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন থাকবেই। বরং অস্ত্রগারের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পত্নীকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের নরনারীর শরীরী খেলাটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা।

যুধিষ্ঠির নিজেও অর্জুনকে দোষ দিতে পারেনি। সে বলেছে বড় ভাইয়ের ওই আচরণ দেখে ফেলায় ছোট ভাইয়ের দোষ হয়না। তাছাড়া অর্জুন বাধ্য হয়েছিল সে সময় অস্ত্রাগারে যেতে। কিন্তু অর্জুন স্বেছায় ওই শাস্তি গ্রহণ করেছিল বা সর্তসাপেক্ষ নিয়মটি মেনে নিয়েছিল। এটা কি অর্জুনের অভিমানের প্রকাশ? অর্জুনের চরিত্র ছিল বীরের চরিত্র। তার তপস্যাদগ্ধ মনে এরকম টুনকো অভিমান আসার কথা আমরা ভাবতেই পারিনা। নরনারীর প্রেমের জগতবড় দুর্বোধ্য। যে দিন দ্রৌপদী অর্জুনকে পেয়েও পেলনা। যে অর্জুন দ্রৌপদীর দেওয়া মালাখানি গলায় পরে দেবর্ষি নারদের নিয়ম নীতি ও অপ্রত্যাশিত আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারলো না। সেদিনেই দ্রৌপদীর মনের জমিনে আহত অভিমানের এক সর্বগ্রাসী বীজ উড়ে এসে পড়ল।

আনন্দমুখর দিন । সুদীর্ঘ কৃচ্ছ সাধনের পর দ্রৌপদীকে পেয়ে পান্ডব নিবাসে একটা আনন্দের জোয়ার উঠেছে। এমন দিনে অর্জুন চলল বনবাসে। দ্রৌপদীর সাথে তার না হলে প্রণয়ের কথা, না হল মধু যামিনী।

উলুপী : অর্জুন বনবাস যাওয়া স্থির করে বারোবছরের জন্য রওনা হলেন। অর্জুনের সঙ্গে বহু বেদ বেদান্ত পন্ডিত অধ্যাত্মচিন্তক, ভগবদভক্ত ত্যাগী ব্রাহ্মণ কথক পন্ডিত, বানপ্রস্থী এবং ভিক্ষাজীবিও চললেন। একদিন অর্জুন গঙ্গাস্নানের পর তর্পণ করে যজ্ঞ করার জন্য উঠে আসছিলেন। সেইসময় নাগকন্যা উলুপী কামাসক্ত হয়ে পাতালে টেনে নিয়ে তাঁর ভবনে গেলেন । অর্জুন দেখলেন সেখানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে। সেখানে তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করে নাগকন্যা উলুপীকে জিজ্ঞাসা করলেন-'সুন্দরী, তুমি কে? তুমি এমন সাহস করে আমাকে কোথায় আনলে ? উলুপী বললেন আমি ঐরাবত বংশের কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপী। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন আমাকে স্বীকার করুন। অর্জুন বললেন -'দেবী ! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আদেশে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনে রত আছি। আমি স্বাধীন নই। তোমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি না থাকলেও আজ পর্যন্ত আমি কোনো প্রকারে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার যাতে মিথ্যা কথা বলার পাপ না হয়, ধর্মলোপ ও না হয়, এমন কাজই তোমার করা উচিত নয়। উলুপী বললেন আপনারা দ্রৌপদী জন্য যে মর্য্যাদা রেখেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু সে নিয়ম দ্রৌপদী এর সঙ্গে ধর্মপালনের জন্যই। আমি দুঃখিনী আপনার সামনেই ক্রন্দন করছি। আপনি যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না করেন, তাহলে আমি প্রাণ হারাব। আমার প্রাণ রক্ষা করলে আপনার ধর্মলোভ হবে না। আর্তকে রক্ষা করার পূণ্যই হবে। এতো কাছ থেকে এমন রুপ অর্জুন সেই প্রথম দেখল। এমন অন্তরঙ্গ টানও তার জীবনে সেই প্রথম । প্রেম এখানে সুস্পষ্ট । যে বিনা বাক্যব্যয়ে উল্লসিতা উলুপীর বাহু পাশে বন্দী হয়ে এগিয়ে চলল নাগরাজার প্রসাদ অভিমুখে। সেখানে সাক্ষাৎ হল উলুপীর পিতার সঙ্গে। পিতার অনুমতি নিয়ে উলুপী বলল- চলো আমরা যাই ইরাবতী নদীর তীরে।সেখানে উলুপীর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সারারাত কাটালেন।

উলুপীর অর্জুনের প্রেমের মধ্যে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করি। উলুপীর পিতার অনুরোধে ওদের মধ্যে বিবাহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওদের ভালোবাসা বিবাহ নিরপেক্ষ। পূর্ণ পরিণত বয়সের দুটি নরনারীর মানবীয় প্রেম। জাত কুল গোষ্ঠী বর্ণ গোত্র উঁচু নীচুর কোন প্রশ্নই নেই। কোন নাটকীয়তা নেই। উলুপীর কথা :- আমি যে তোমাকে চাই। তোমারই জন্য আমি জন্মেছি। তুমি তো এখনো কোন রমণীর কাছে যাওনি। দ্রৌপদীকে তো তুমি স্পর্শ করতে পারনি। সে শুধু তোমাকে মাল্যদান করেছে । তুমি নারীকে চিনলে কখন? হে তপস্বী, তুমি আমার প্রথম পুরুষ। আমি হব তোমার প্রথম নারী। কোন বাঁক নেই। ঘুরপাক নেই , অজস্র শব্দ ও অঙ্গভঙ্গীর কুয়াশা নেই। ভালোবাসা যেন সেখানের গঙ্গার মতোই নিঝরীনি। উলুপী অর্জুনকে ধরে রাখেনি। উভয়ের প্রেমে উভয়ের জীবনে যে শুভ সঞ্চারিত হল, যে স্বাস্থ্য বিকশিত হল, যে মন প্রসারিত হল, তা উভয়ের জীবনকে সমানভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রেমের ফসল ইরাবান। অর্জুনের প্রণয়নী এখন ইরাবানের জননী। যে নারী অর্জুনকে পেয়েছে, সে কি আর জীবনে অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হতে পারে। অর্জুন উলুপীর কাছে বিদায় নিয়ে গঙ্গার স্রোত পথ ধরে এগিয়ে চলল।

অর্জুনের কাছে প্রথম নারী উলুপী ছিল অনার্য নাগবংশের রাজকুমারী। উলুপী তার শুষ্ক তপস্যাদগ্ধ বৈরাগ্যময় জীবনের দমিত সংযত সুপ্ত পৌরুষকে জাগিয়ে দিয়েছিল। নারীর নারীসত্তাকে পূর্ণ মর্যাদা ও পরিতৃপ্তি দেবার যে বৈভব তার পুরুষকারের মধ্যে ঘুমন্ত ছিল। তাকে তার ঐন্দ্রজালিক সান্নিধ্য দিয়ে জাগিয়ে দেখিয়ে দিল। অর্জুন উলুপীর প্রেমে একনব চেতনায় উদ্ভাসিত হল। এ হেন অতুলনীয়া নারীর ও চিরন্তন তৃষ্ণার পাত্র যে অর্জুন কিন্তু চরিত্রবান, বিবেকবান, মহাতপস্বী, নরনারীর সুগভীর ভালোবাসার চরিত্রটি কিরূপ হলে উভয়েই অসাধ্যকে সাধন করার শক্তি অর্জন করতে পারে তা জানার একমাত্র উপায় অর্জুনের সাথে দ্রৌপদীর প্রেমের সম্পর্কটি বুঝে নেওয়া।

গ্রন্থ ঋণ :-

১) মহাভারত-বেদব্যাস, পুণা-ভান্ডারকর - ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট ১৯৬৬ খ্রীঃ।
২) সংক্ষিপ্ত মহাভারত-গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।
৩) দেশ পত্রিকা (শারদীয় ১৪২০)- অর্জুন ও চারকন্যা - তিলোত্তমা মজুমদার।
৪) সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ - শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫) কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ - রাজশেখর বসু।